



221501 - যবে ব্যক্তির ময়ানরে দিনরে বলোয় প্রকাশ্যে পানাহার করনে তার সাথে আচরণরে পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমার প্রশ্নটা আমার বাসস্থানরে পরচিয় দেওয়ার দাবী রাখে যাতে করে বিষয়টির জঘন্যতা বুঝা যায়! আমি উক্কা (ইসরাইলে অবস্থতি) শহররে উপকণ্ঠে বাস করি। একটা কারখানায় ট্রাকরে ড্রাইভার হিসেবে চাকুরী করি; যখনে ইহুদীরাও আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এমন এক মুসলমি লোক সম্পর্কে (এ ধরণরে লোকরে সংখ্যা প্রচুর) যবে ব্যক্তিরোয়া রাখে না শুধু এটা নয়; সটো ওজররে কারণে হোক বা ওজর ছাড়া হোক। বিষয়টি এটা নয়। সে আমার মত ড্রাইভার। সকালে কারখানায় এসে ধুমপান করে। বরং এর চয়ে জঘন্য হল: সে জগে করে কফি নিয়ে এসে মুসলমানদরে মধ্যে যারা রোযাদার নয় তাদেরকে এবং ইহুদীদরেকে কফি খাওয়ায়ে বদান্যতা দেখায়! প্রশ্ন হল: এ ব্যক্তিও তার মত অন্য লোকদরে সাথে কমন আচরণ করব? যমেন সালাম দেওয়া বা সালামরে জবাব দেওয়া। তাকে নসীহতরে পদ্ধতি। নসীহত গ্রহণ না করে নজি অবস্থায় অটুট থাকলে তার সাথে আচরণরে পদ্ধতি এবং তার সাথে উঠাবসার অন্য যবে কোনে দকি...। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

শরিয়ত বধিান হচ্ছে— আপনিতাকে উপদেশে দেওয়া, রমযান মাসে রোযা না-রাখা যবে কবরী গুনাহ সটোর ভয়াবহতা তুলে ধরা।

এই গুনার সাথে আরও একটা কবরী গুনাহ যোগে হয়েছে সটো হল: এ কবরী গুনাহটি প্রকাশ্যে করা, গুনাহটকি তুচ্ছ মনে করা এবং লুকিয়ে না করা। যা তার অন্তরে এ মহান বধিানরে প্রতিমর্যাদা প্রদর্শনরে দুর্বলতা নরিদশে করছে। যার ফলে অন্যদরে মাঝেও একই ধরণরে কাজ করার স্পর্ধা তরী হববে কথিবা ঈমানদারদরে অন্তরে ক্রোধে জাগাবে, আর তাদের শত্রুদরে অন্তরে খুশি আনবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যবে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: "আমার সকল উম্মত ক্షমারহ; কেবেল প্রকাশ্যে গুনাহকারীরা ব্যতীত। প্রকাশ্যে গুনাহর মধ্যে এটাও পড়বে যবে কোনে বান্দা রাতরে অন্ধকারে কোনে একটা পাপকাজ করছে এবং আল্লাহ তাকে আচ্ছাদতি করে রেখেছেন এমতাবস্থায় সে ভোররে উপনীত হয়। কন্তু সে অমুককে ডেকে বলে: ওহে অমুক গতরাত্রে আমি এমন এমন করছি; অথচ আল্লাহর আচ্ছাদনে থেকে সে রাত কাটিয়েছে। আল্লাহ তাকে রাতভর আচ্ছাদন দিচ্ছে; আর সে সকালে উঠে আল্লাহর আচ্ছাদনকে উন্মুক্ত করে ফলে।"[সহি বুখারী (৫৭২১) ও সহি মুসলমি (২৯৯০)]



সুতরাং যবে ব্যক্তি প্রকাশ্যে দনিরে বলোয় গুনাহ করে, লজ্জাবোধ করে না, লুকিয়ে করার চেষ্টা করে না— তার অবস্থা কমন হবো?!

দুই:

উপদেশে দয়োর পদ্ধতি:

নঃসন্দহে আপনার মত ব্যক্তির এই ড্রাইভার ও তার গোট্রীয়দের উপর কোন কর্তৃত্ব নহে তাদেরকে উপদেশে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে কমন হতে হবে। তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে। সে ব্যক্তি যবে অবস্থার মধ্যে আছে সটোর ভয়াবহতা তুলে ধরতে হবে। বর্ণনা করতে হবে যবে: রাব্বুল আলামীনের প্রতি অন্তরে ঈমান আল্লাহকে সম্মান করা ও আল্লাহর অনুশাসনগুলোকে মর্যাদা দেওয়া আবশ্যিক করে। ফলে বান্দা অনুশাসনগুলো পালন করে এবং নিষিদ্ধকাজগুলোকে জঘন্য মনে করে সেগুলো থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "এটাই (করণীয়)। আর যবে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বধিনসমূহের সম্মান করবে, তার প্রভূর নিকট সটো তার জন্য উত্তম। আর তমোদরে কাছে যগুলো পাঠ করা হবে (ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা হবে) সেগুলো ছাড়া (সব) চতুষ্পদ জন্তু তমোদরে জন্য হালাল করা হয়েছে। অতএব তমোরা মূর্তপূজার পঙ্কলিতা বর্জন কর এবং মথিয়া কথা পরহির কর। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে। আর আল্লাহর সাথে যবে শরীক করে (তার অবস্থা এমন যবে,) সে যনে আকাশ থেকে পড়ল, আর পাখরি তাকে ছোট মরে নিয়ে গলে কথি বাতাস তাকে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপে করল। এটাই (করণীয়)। আর যারা আল্লাহর নদির্শনসমূহের সম্মান করবে, নঃসন্দহে সটো হবে (তাদের) অন্তরে তাকওয়ার পরচিয়ক।"[সূরা হাজ্জ, ২২:৩০-৩২]

যদি তার সাথে এমন উপদেশে কার্যকরী না হয় এবং আপনি তার মাঝে উপক্ষে লক্ষ্য করে কথি বা আল্লাহর পবিত্র বধিনসমূহের প্রতি তাচ্ছলি দেখেনে তাহলে আপনার ক্ষেত্রে শরয়িতরে বধিন রয়েছে যবে, তাকে বর্জন করা, তার সাথে কথা না বলা, লেনেদনে না করা, তাকে সালাম না দেওয়া, সালামের উত্তর না দেওয়া। বিশেষতঃ যবে সময়গুলোতে সে ব্যক্তি এ জঘন্য গুনাহতে লিপ্ত থাকে সে সময়গুলোতে। সে ব্যক্তি এ গুনাহ করতে থাকা অবস্থায় তার সাথে উঠাবসা করা আপনার জন্য বধি হবে না; যতক্ষণ না সে এ গুনাহ ছড়ে দেয় ও এর থেকে তওবা করে।

আপনি একান্ত প্রয়োজনে তার সাথে ততটুকু কাজ কারবার করবেনে যতটুকু করতে চাকুরীর আইন আপনাকে বাধ্য করে।

যদি এ ধরণে বয়কটের কারণে আপনি নিজেরে দ্বীনরে উপর বা নিজেরে উপর কোন ক্ষতির আশংকা করেন; যহেতু আপনি এমন দেশে বাস করছেন যবে দেশেরে কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে এবং আপনার প্রবল ধারণা হয় যবে, বয়কটের কারণে আপনাকে কষ্টেরে শিকার হতে হবে সক্ষেত্রে সাধ্যানুযায়ী তার অন্যায় কাজেরে প্রতিবাদ করার সাথে তার সাথে মলি দিয়ে চলতে কোন আপত্তি নাই; যতটুকু মলি দিয়ে চললে আপনি ক্ষতি এড়তে পারবেন।



আরও জানতে দেখুন: [83581](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।